বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
৩৭/এ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা
সভা শাখা
প্রশাসন অনুবিভাগ
www.idra.org.bd

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সাথে বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের নির্বাহী কমিটির মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	: ড. এম. আসলাম আলম, চেয়ারম্যান, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
স্থান	: কর্তৃপক্ষের সভাকক্ষ - ১
সভার তারিখ	: ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৪
সময়	: বেলা ১১:০০ ঘটিকা

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় কর্তৃপক্ষের সদস্যগণ এবং বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের নির্বাহী কমিটির ১২ (বারো) জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। পরিচিতি পর্ব শেষে সভাপতি বীমা খাতের বর্তমান পরিস্থিতিসহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন।

১.০ সভাপতি বলেন বর্তমানে বীমা খাত ক্রান্তিলগ্নের মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করছে। তিনি লাইফ বীমা সেক্টরে বীমা দাবি পরিশোধের বেহাল দশার বিষয়টি উল্লেখ করেন। তিনি লাইফ বীমা কোম্পানিসমূহের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয়, পলিসি ল্যাপস হওয়া এবং উভয় বীমা কোম্পানিসমূহের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ সমস্যার বিষয় বিশেষভাবে আলোকপাত করেন। এছাড়া বীমা খাতে পেশাদারিত্বের যথেষ্ট অভাব রয়েছে মর্মে মন্তব্য করেন। বীমা খাতের বিভিন্ন সমস্যার জন্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে একতরফাভাবে কর্তৃপক্ষকে দায়ী করা হয়ে থাকে, যা যথাযথ নয়। কর্তৃপক্ষ অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে বীমা খাতের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা ছাড়া বীমা খাতের উন্নয়ন সম্ভব নয়। সভাপতি বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনকে কর্তৃপক্ষের সাথে একাত্ম হয়ে এ খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করার আহবান জানান।

২.০ বীমা খাতের উন্নয়নের প্রথম ধাপ হচ্ছে স্ব-স্ব কোম্পানির সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমস্যা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করা এবং সমাধানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। বীমা কোম্পানিসহ বীমা সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের অভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধন সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। বীমা সংশ্লিষ্ট সকল আইনের সীমাবদ্ধতা ও সমস্যা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন সময়ের দাবি। এক্ষেত্রে বিআইএ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। সভাপতি এসোসিয়েশনসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় বীমা খাতকে এগিয়ে নেয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করে বিআইএ-এর প্রতিনিধিদের মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

৩.০ বিআইএ'র প্রেসিডেন্ট সভাপতির সাথে একমত পোষণ করেন এবং পর্যায়ক্রমে নির্বাহী কমিটির সদস্যদের মতামত ব্যক্ত করার অনুরোধ করেন। বিআইএ'র নির্বাহী কমিটির সদস্য জনাব বেলাল আহমেদ বীমা খাতে সংস্কার (রিফর্মেশন) জরুরি ভিত্তিতে করা এবং অভিভাবক হিসেবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে কঠোর হওয়ার অভিমত ব্যক্ত করেন।

৪.০ গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মিজ্ ফারজানা চৌধুরী বলেন, বীমা কোম্পানিসমূহের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাগণের মধ্যে পেশাগত দক্ষতা এবং মতৈক্যর অভাব রয়েছে। তিনি নন-লাইফ বীমা খাতে অতিরিক্ত কমিশন এবং বাকীতে ব্যবসার কারণে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে বিআইএ তার নীতি নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তিনি বীমা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের পেশাগত শিক্ষা যেমন: একচ্যুয়ারিয়াল ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, উচ্চতর প্রশিক্ষণসহ প্রফেশনাল ডেভেলপের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া নন-লাইফ সেক্টরের মেরিন মোটর, ফায়ারের উপর জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে বীমা খাতে ইনোভেশনের উপরও গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বর্তমান যুগে টেকনোলজি ব্যবহারের মাধ্যমে বীমা সংক্রান্ত কাজের প্রসার এবং কমিশন বন্ধের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন।

৫.০ প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব এম. জে. আজিম বলেন, কর্তৃপক্ষকে ৩ বছরের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে যে গুলো ইমিডিয়েট দরকার সে গুলো আগে সনাক্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কর্তৃপক্ষকে বীমা দাবী পরিশোধের বিষয়ে কঠোর হতে হবে। কোম্পানির সম্পদ বিক্রি করে

হলেও বীমা দাবী পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে। যারা দাবী পরিশোধ করতে পারছে না, তাদের ব্যবস্থাপনা ব্যয় কমাতে হবে (সম্মেলন, বিদেশ ভ্রমণ ইত্যাদি)। তিনি এজেন্ট লাইসেন্স প্রক্রিয়ার জটিলতা এবং এ সংক্রান্ত ফি কমানোর প্রস্তাব করেন। এছাড়া তিনি UMP সিস্টেমের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন। বীমা খাতের উন্নয়ন ও সুনাম বৃদ্ধির জন্য এসোসিয়েশন কর্তৃপক্ষকে সার্বিক সহযোগিতা করবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

৬.০ এশিয়া ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব ঈমাম শাহীন বীমা খাতে প্রধান সমস্যা হিসেব কমিশনকে চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন কমিশন কমালে অথবা বন্ধ করে দিলে হয়তো কয়েকটি কোম্পানি চলতে পারবে কিন্তু সবাই টিকে থাকতে পারবে না। বীমা দাবী পরিশোধে বাধ্যবধকতা না থাকায় নন-লাইফ সেক্টরে খুব একটি সমস্যা নেই। তবে বীমা কর্পোরেশন আইনে পুন:বীমা করার একচেটিয়া অধিকার সাধারণ বীমা কর্পোরেশনকে প্রদান করায় এক্ষেত্রে বেসরকারি বীমা কোম্পানিসমূহের গুরুতর সমস্যা হচ্ছে মর্মে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি বীমা কর্পোরেশন আইন সংস্কারসহ পুন:বীমার ক্ষেত্রে উদ্ভূত পরিস্থিতির সুষ্ঠু সমাধানে কর্তৃপক্ষের সযোগিতা কামনা করেন।

৭.০ পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব বি এম ইউসুফ আলী বলেন, সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবের প্রক্ষিতে কোম্পানির পদ-পদবী সংক্রান্ত বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত সার্কুলার বীমা কোম্পানিসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে না। পদ-পদবী ও কমিশন বীমা কোম্পানিসমূহ ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রদান করায় বেশি কমিশনের আশায় বীমা এজেন্ট পলিসি এক কোম্পানি হতে অন্য কোম্পানিতে নিয়ে যায়, যা গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করছে। এধরনের সমস্যার দায়ভার একতরফাভাবে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক/মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে কর্পোরেট গভর্নেন্সসহ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদকে যথাযথ দিক নির্দেশনা প্রদান করা প্রয়োজন মর্মে তিনি তার অভিমত ব্যক্ত করেন।

৮.০ বিআইএ এর নির্বাহী কমিটির সদস্য সৈয়দ বজলুল আলম বীমা কোম্পানির শোচনীয় অবস্থার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন এবং একচ্যুয়ারির সমস্যা সমাধান ও কমিশন বন্ধের সুপারিশ প্রদান করেন। অন্যথায় অনেক বীমা কোম্পানি ঝরে যেতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

৯.০ বিআইএ এর প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সিটি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির চেয়ারম্যান জনাব হোসাইন আখতার বলেন, সভায় আলোচিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে আইন সংস্কার করতে হবে। IDRA-কে রেগুলোটরি বডির কাজ করতে হবে। উপযুক্ত Roadmap প্রস্তুত করে তা কঠোর ভাবে পালন করতে হবে। তিনি আরো বলেন, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বীমা কোম্পানির আয়ের কিছু অংশ পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির কাজে লাগানো যেতে পারে।

১০.০ বিআইএ এর প্রেসিডেন্ট নাসির উদ্দিন আহমেদ (পাভেল) বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতির বিষয় উল্লেখপূর্বক BIA এবং IDRA এর সাথে সভা আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি সোমালিয়া, সুদান, আফগান এই তিনটি দেশ ছাড়া সকল দেশেই যানবাহনে থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স আছে মর্মে উল্লেখ করেন এবং বাংলাদেশে থার্ড পার্টি বীমা পুনরায় চালু করার প্রস্তাব করেন। সকল মোটরকে Insurance এর আওতায় আনয়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানান। লাইফ বীমা কোম্পানিগুলোর বীমা পরিকল্পসমূহ একচ্যুয়ারি দ্বারা যথাযথ valuation করা হয়না। তিনি বলেন, যদি বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী একচ্যুয়ারিকে কাজে লাগানো যায়, তাহলে যথাযথ valuation এর মাধ্যমে কাজ করা সম্ভব হবে। তিনি কমিশন বন্ধ না করে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখার প্রস্তাব করেন। কমিশনের বিষয়ে সকলের মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে হবে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন, ব্যাংকাসুরেন্স গাইডলাইন অনুযায়ী একটি বীমাকারী সর্বোচ্চ ৩টি ব্যাংকের সাথে চুক্তি করতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাংকাসুরেন্স গাইডলাইন সংশোধন করে লিমিট ওপেন করে দেয়ার সুপারিশ করেন। বীমা এজেন্ট সংক্রান্ত প্রবিধানমালায় অর্ন্তভূক্ত ফি সংশোধনের প্রস্তাব করেন। সব বীমা কোম্পানির হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট Policy থাকা দরকার। তিনি এসোসিয়েশন এবং কর্তৃপক্ষের সাথে ১ম বছর ন্যূনতম দুই মাসে একবার, ২য় বছর তিন মাসে একবার এবং ৩য় বছর ছয় মাসে একবার সভা আয়োজনের অনুরোধ করেন।

১১.০ ইস্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির চেয়ারম্যান জনাব মাহবুবুর রহমান বলেন স্ব-স্ব বীমা কোম্পানি অভ্যন্তরীণ সংস্কার না করলে বীমা খাতে কমিশনের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। তিনি কমিশন বন্ধের প্রস্তাব করেন। এছাড়া তিনি যানবাহনের ক্ষেত্রে নন-কমপ্রিহেনসিভ এবং থার্ডপার্টি দুটার সমন্বয়ে একটি নতুন পলিসি চালু করার প্রস্তাব করেন। পুন:বীমা সংক্রান্ত বিষয়ে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সাথে উদ্ভূত জটিলতা নিরসনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। তিনি বাংলাদেশ বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্পের ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়ায় সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ও জীবন বীমা কর্পোরেশনের সাথে সকল বেসরকারি বীমা প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। এছাড়া বীমা খাত সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বীমা পেনিট্রেশন বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হবে মর্মেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

১২.০ কর্তৃপক্ষের সদস্য লাইফ জনাব মো: আপেল মাহমুদ নতুন করে সংস্কারের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মহোদয়ের মতামতের সাথে একমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, সবার মতামত এবং সহযোগিতার মাধ্যমে বর্তমান কর্তৃপক্ষ বীমা খাতের উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বীমা খাতে মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বীমা কোম্পানিসমূহে মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে যোগ্য লোকের প্রস্তাব প্রেরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য এসোসিয়েশনকে অনুরোধ করেন।

১৩.০ কর্তৃপক্ষের সদস্য নন-লাইফ জনাব আবু বকর সিদ্দিক বলেন, বীমা খাতের উন্নয়ন ও সকল সমস্যা সমাধান কর্তৃপক্ষের একার পক্ষে সম্ভব নয়। সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হবে। বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন লোক নাই বললেই চলে। তিনি সবার সহযোগিতায় বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনী সকল সংস্কারের কাজ করবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

১৪.০ কর্তৃপক্ষের সদস্য প্রশাসন জনাব মো: ফজলুল হক বলেন, কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট সকলের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে সবার সহযোগিতায় কাজ করবে। তিনি বীমা সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-প্রবিধান পরিপালনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। সকলের মতামতের ভিত্তিতে বীমা সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-প্রবিধানের প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। বীমা খাতে পেশাগত যোগ্যতাসম্পন্ন দক্ষ জনবল তৈরীর ক্ষেত্রে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এছাড়াও সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সাথে আলোচনার মাধ্যমে পুন:বীমা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মেও অভিমত ব্যক্ত করেন।

১৫.০ সভাপতি তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন, প্রাথমিকভাবে সবার মতামত গ্রহণের জন্য এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে। পরবর্তীতে সময়ে সময়ে এসোসিয়েশনের সাথে বিষয় ভিত্তিক সভা আয়োজন করা হবে। সেটা মাসে এক বা একাধিক বারও হতে পারে। বাংলাদেশ বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তাবায়নাধীন বীমা খাতের ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়ায় পর্যায়ক্রমে সকল বীমা কোম্পানিকে এই প্লাটফর্মে অন্তর্ভূক্ত করা হবে। ইতোমধ্যে প্রাথমিকভাবে ৫টি লাইফ ও ৫টি নন-লাইফ কোম্পানি নিয়ে পাইলটিং এর কাজ চলমান আছে। ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়ায় বীমা কোম্পানির সকল কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে বলে তিনি আশা করেন। বীমা তথ্য সংগ্রহ এবং বীমা কোম্পানির বিভিন্ন তথ্য পর্যবেক্ষণের জন্য Unified Messaging Platform (UMP) ছাড়া এই মুহূর্তে কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো টেকনোলজি নেই। UMP Messaging সার্ভিস নামে পরিচিত হলেও বর্তমানে এর মাধ্যমে ১০টি সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বর্ণিত প্লাটফর্মের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ অফসাইট সুপারভিশন কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যা কর্তৃপক্ষের তদারকি কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং প্লাটফর্মটিতে যথেষ্ট নিরাপত্তার সাথে ডাটা সংরক্ষণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তাবায়নাধীন বীমা খাতের ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে চালু না হওয়া পর্যন্ত UMP এর কার্যক্রম চলমান থাকবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সহযোগিতা করার অনুরোধ করেন।

১৬.০ সার্বিক আলোচনান্তে সবার মতামতের ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সংস্কার/উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে প্রতিয়মান হয়:

১৬.১ বীমা কোম্পানিসমূহ কর্তৃক স্ব-স্ব কোম্পানির সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমস্যা কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করা;

১৬.২ বীমা কোম্পানিসহ বীমা সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের অভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধন করতে হবে;

১৬.৩ বীমা দাবিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার বিবেচনায় তা পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে;

১৬.৪ দাবি পরিশোধের ক্ষেত্রে সমস্যা সনাক্ত করতে হবে এবং প্রয়োজনে কোম্পানির সম্পদ বিক্রি করে বীমা দাবি পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে;

১৬.৫ বীমা পরিকল্পসমূহ বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী একচ্যুয়ারি দ্বারা যথাযথ valuation সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে;

১৬.৬ একচ্যুয়ারিয়ালসহ বীমা খাতে পেশাগত শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে এবং পেশাগত দক্ষতা সম্পন্ন লোকবল তৈরী করতে হবে;

১৬.৭ প্রতিটি বীমা কোম্পানিতে প্রশিক্ষণ ইউনিট স্থাপন করতে হবে;

১৬.৮ পেশাগত দক্ষতা সম্পন্ন লোকবল নিয়োগ করতে হবে;

১৬.৯ টেকনোলজি ব্যবহারের মাধ্যমে বীমা সংক্রান্ত কাজের প্রসার করতে হবে;

১৬.১০ কমিশন বন্ধ/কমিশনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৬.১১ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাসময়ে উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে;

১৬.১২ বীমা কোম্পানিসমূহের ব্যবস্থাপনা ব্যয় কমাতে হবে;

১৬.১৩ বাংলাদেশ বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তাবায়নাধীন বীমা খাতের ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে চালু না হওয়া পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অফসাইট সুপারভিশন/তদারকি কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত UMP এর কার্যক্রম চলমান রাখা এবং কোম্পানিসমূহকে উক্ত প্লাটফর্মে নিয়মিত ডাটা প্রেরণ নিশ্চিত করা;

১৬.১৪ বীমা কর্পোরেশন আইন সংস্কারসহ পুন:বীমার ক্ষেত্রে উদ্ভূত পরিস্থিতির সুষ্ঠু সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৬.১৫ বীমা কোম্পানিসমুহে কর্পোরেট গভর্নেন্স (পদ-পদবী ও কমিশন বিষয়ে) প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এ বিষয়ে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদকে যথাযথ দিক নির্দেশনা প্রদান করতে হবে;

১৬.১৬ প্রয়োজনে বীমা সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-প্রবিধান সংস্কার করতে হবে;

১৬.১৭ লাইফ বীমা কোম্পানিসমূহের পলিসি ল্যাপস কমিয়ে গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে রোডম্যাপ প্রণয়ন করতে হবে এবং আইন, বিধি-বিধান পরিপালনে কঠোর হতে হবে;

১৬.১৮ নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে থার্ডপার্টি ইন্স্যুরেন্স চালুর বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। নন-কমপ্রিহেনসিভ এবং থার্ডপার্টি দুটার সমন্বয়ে কোনো নতুন পলিসি চালুর বিষয়েও বিবেচনা করা যেতে পারে;

১৬.১৯ বীমা কোম্পানিসমূহে মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্য লোকের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য বিআইএ-কে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৬.২০ বীমা সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সময়ে সময়ে ইস্যু ভিত্তিক সভা আয়োজন এবং আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৭.০ বীমা খাতের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ড. এম আসলাম আলম
চেয়ারম্যান

স্মারক নম্বর: ৫৩.০৩.০০০০.০০০.০১৬.০৬.০০০১.২৫.০৯

তারিখ: ০৫/০৯/২০২৫

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়): সদয় অবগতি/কার্যার্থে

১. নির্বাহী পরিচালক (সকল), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।
২. পরিচালক (সকল), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।
৩. প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন।
৪. চেয়ারম্যান মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৫. সদস্যগণের সহকারী, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (সদস্য মহোদয়গণের সদয় অবগতির জন্য)।
৬. অফিস কপি।

০৫/০৯/২০২৫
দ্বিতীয়া সুলতানা মীম
সহকারী পরিচালক (সভা)